বাংলা সাময়িক-পত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—৮৬

বাংলা সাময়িক-পত্র

১৮১৮-১৮৬৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
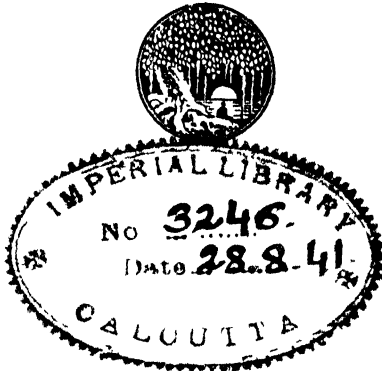
রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
১৩৪৬

প্রকাশক
শ্রীসজনীকান্ত দাস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

মাঘ ১৩৪৬

মূল্য তিন টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রবোধ নান
শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অমল হোম

প্রিয়বরেষু

সংবাদপত্র-পরিচালনায় তোমার নিষ্ঠা তোমার প্রতিষ্ঠারই সমতুল্য। সেজন্য 'বাংলা সাময়িক-পত্র' তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম।

নিবেদন

বাংলা-সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে সাময়িক-পত্রের ইতিহাস কেহ সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই। কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সাময়িক-পত্রের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রে নব জাগরণ আসিয়াছে, অনেক দিন হইতেই তাহার একটি নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার বাসনা ছিল। ১৩৪২ সালের মাঘ মাসে 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড' এই নামে ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস আমি প্রকাশও করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান পুস্তকে সেই পুস্তকান্তর্গত সমুদয় অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই পুস্তকে আমি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি; '৮৬৭ সালের পর 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় বাংলা দেশে প্রকাশিত সমুদয় সাময়িক-পত্রিকার বিবরণ মুদ্রিত হইতেছে। ১৮৬৭ পর্য্যন্ত ইতিহাসই দুষ্প্রাপ্য; আমিও যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এমন মনে করিবার কারণ নাই। তবে আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; একার চেষ্টায় যত দূর সন্ধান করা সম্ভব আমি তাহা করিয়াছি; তবে এখনও এমন অনেক পত্র-পত্রিকা আছে যাহা আমি নিজে দেখি নাই—যাহার উল্লেখমাত্র পাইয়াছি। শহর ও মফস্বলের প্রাচীন পরিবারে রক্ষিত কাগজপত্রগুলি অনুসন্ধান করিলে হয়ত এ বিষয়ে এখনও কিছু নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে।

এই পুস্তক প্রণয়নে শোভাবাজার-রাজপরিবারের শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ দেব, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও কোন্নগর পাব্লিক লাইব্রেরি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

২৯ মোহনবাগান রো
কলিকাতা, ১ মাঘ ১৩৪৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, তারাচাঁদ সিকদার 'বিদ্যারত্ন' নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। ইহার প্রকাশকাল এখনও জানা যায় নাই।]

বাংলা সাময়িক-পত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮১৮—১৮২২

আজকাল সভ্য সমাজে সংবাদপত্র নিত্যব্যবহার্য্য জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সংবাদপত্র মুদ্রণ ও বিতরণের বিধিব্যবস্থাও একটা বিরাট্ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। অথচ সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যেও মাত্র গত দুই শত বৎসরের মধ্যে সংবাদপত্রের সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে ইউরোপের মফস্বলবাসী বড়লোকেরা ও ব্যবসায়ীরা হাতে-লেখা সংবাদের চিঠি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশাহরা প্রতি প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে চর রাখিতেন; এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কখনও মাসে একবার, কখনও বা সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহাদের লিখিয়া পাঠাইত। গোপনীয় রাজকীয় কথা না থাকিলে এই সকল সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হইত, এবং সভায় উপস্থিত সকল লোক নানা স্থানের সংবাদ পাইত। বাদশাহের অনুকরণে অধীন সেনাপতি, শাসনকর্ত্তা এবং করদ-রাজারাও বাদশাহের দরবারের ঘটনা, তাঁহার উক্তি এবং রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানিবার জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ-লেখক—'ওয়াকেয়া-নবিস' রাখিতেন। ফৌজদার, থানাদারের মত ছোটখাট রাজকর্ম্মচারীরাও নিজ উপরিতন কর্ম্মচারী, অর্থাৎ সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সভায় নিজস্ব পত্র-লেখক নিযুক্ত করিতেন। এই সকল লেখক নিজ নিজ প্রভুর নিকট নিয়মিতরূপে যে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইত, তাহাই সাধারণতঃ মুখে মুখে সমাজে প্রচারিত হইত। বড় বড় মহাজন এবং ধনী বণিকেরাও নিজ নিজ কারবারের দূরবর্ত্তী শাখাগুলিতে অথবা বড় বড় শহরে প্রবাসী স্বকীয় প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে স্থানীয় সংবাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। সংবাদ জানিবার জন্য মানুষের যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে, এইরূপে মোগল-যুগে সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোকের মধ্যেই তাহা চরিতার্থ করিবার উপায় ছিল। এই সকল সংবাদ-লিপির নাম ছিল 'আখ্‌বার' বা ডবল বহুবচনে 'আখ্‌বারাৎ'। এগুলি ফার্সীতে লিখিত হইত; মারোয়াড়ী মহাজনদের প্রতিনিধিরা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করিত।

সংবাদ-বিতরণ ইহাদের উদ্দেশ্য হইলেও এই পত্রগুলি আধুনিক পদ্ধতির সংবাদপত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ছিল। আখ্‌বারাতে শুধু বিশেষ ঘটনার উল্লেখ থাকিত,—রাজনৈতিক মন্তব্য অথবা শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন সমালোচনা থাকিত না।

ইংরেজ-আমলে ইংরেজী সংবাদপত্রের অনুকরণে এদেশের এই প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ সুরু হয়, সংবাদপত্র-প্রকাশ উহার একটি দিক্। বাংলা দেশের—তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী। উহা ১৭৮০ সনের ২৯ জানুয়ারি তারিখে হিকি (Hicky) সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। উহার নাম ছিল 'বেঙ্গল গেজেট'। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে-না-যাইতেই গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্ত্রী ও জনকয়েক পদস্থ লোকের বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ফলে এই সাপ্তাহিক কাগজখানির প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' প্রভৃতি আরও কতকগুলি কাগজ বাহির হয়। সে-যুগে কোম্পানীর গবর্মেণ্ট সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহারা অধিকাংশ সংবাদপত্রের রচনা-ভঙ্গি উগ্র এবং ভাষা ইতর ও অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই কারণে ১৭৯৯ সনের মে মাসে লর্ড ওয়েলেস্‌লী সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচবিধান করেন। তখন নিয়ম হইল, অতঃপর সেক্রেটরির দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে এদেশে কোন সংবাদপত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে না; নিয়ম ভঙ্গ করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তখন পর্য্যন্ত এদেশের সকল সংবাদপত্রই ইংরেজী ভাষাতে এবং ইউরোপীয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত।

এই নিয়মের ফলে সংবাদপত্রের সমস্ত লেখাই—এমন কি, বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত প্রকাশের পূর্ব্বে অনুমোদনের জন্য সরকারের সেক্রেটরির নিকট পেশ করিতে হইত। গবর্মেণ্ট দ্বারা সংবাদপত্র-শাসন কিরূপ কঠিনভাবে চলিয়াছিল, তাহা শ্রীরামপুরের পাদরি জে. সি. মার্শম্যানের একখানি চিঠি হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন, "সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভই তারকা-চিহ্নিত হইয়া বাহির হইত; কেন না, সে সকল অংশে 'সেন্‌সর' তাঁহার সাজ্যাতিক কলম চালাইতেন, শেষ মুহূর্ত্তে শূন্য অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না।" দমনকার্য্য এই ভাবে প্রায় ১৭ বৎসর চলিবার পর, ১৮১৮ সনের ১৯এ আগস্ট বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস সম্পাদকদের বন্ধন-দশা মোচন করিলেন। তিনি সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদ তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সম্পাদকদের নির্দ্দেশের জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন। এই সকল নিয়মের দ্বারা সরকারের কর্ত্তৃত্ব-হানিকর অথবা লোকহিত-পরিপন্থী কোন আলোচনা সংবাদপত্রে স্থান পাইতে পারিত না। যে কারণে লর্ড হেষ্টিংস এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন, তাহার একটু উল্লেখ প্রয়োজন। তখন দোষী সম্পাদকের একমাত্র শাস্তি ছিল ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে নির্ব্বাসন। এ দণ্ড

ভারতীয় সম্পাদকের উপর প্রয়োগ করা অসম্ভব। সুতরাং দেশীয় সম্পাদকগণকে শাসন করিবার ক্ষমতা সরকারের হাতে না থাকায় কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকগণের জন্য সেন্‌সরের পদ বাহাল রাখা লর্ড হেষ্টিংস সঙ্গত মনে করেন নাই।

লর্ড হেষ্টিংস কর্ত্তৃক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ সনের মে-জুন মাসের মধ্যে দুইটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উহাদের নাম 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি'। ইহাদের মধ্যে কোনটি আগে প্রকাশিত হয়, সে সম্বন্ধে এখনও একটু সন্দেহের কারণ আছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, তাহার বলে 'সমাচার দর্পণ'কে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া গণ্য করিলে অসঙ্গত হইবে না।

দিগদর্শন

বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন হইতে ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে। ইহা একটি মাসিক, নাম 'দিগ্দর্শন'। জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইহা সম্পাদনা করিতেন। "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" এই পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত।

'দিগ্দর্শন' পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যার সূচী এইরূপ :—

(প্রথম ভাগ, পৃ. ১-১৬)

আমেরিকার দর্শন বিষয়।— বলুনদ্বারা সাদ্‌লর সাহেবের আকাশগমন।—
হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ।— মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের বিবরণ।—
হিন্দুস্থানের বাণিজ্য।— শঙ্কর তরঙ্গের কথা।

(দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৭-৩২)

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপহইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা।— ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যু বিবরণ।—
বাষ্পের দ্বারা নৌকা চলানের বিষয়।
ভারতবর্ষে জন্মে অথচ ইংগ্লণ্ডে না জন্মে যে২ বৃক্ষ তাহারদের বিবরণ।— কোমিল্লার পাঠশালার বিষয়।—
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় বাহাদুরের কথা।—

কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির রিপোর্ট পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, স্কুলের পাঠ্য-হিসাবে এই মাসিক পুস্তকের উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া স্কুলবুক-সোসাইটি ইহার বহু খণ্ড

ক্রয় করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, এই সোসাইটিরই অনুরোধ ও ফরমাসে 'দিগ্দর্শন' পত্রের ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল।*

এই মাসিকপত্রের ইংরেজী অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ১৮১৮ সনের ডিসেম্বর সংখ্যা (পৃ. ৩২৪) 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

> *The Dig-durshuna.* It has been suggested that certain articles in the Monthly Dig-durshuna, might not be wholly uninteresting to our youth in general. As it appears reasonable, therefore, that nothing should be withheld from our Indian Youth from which they can derive the slightest information, it is proposed in future to publish separately an English translation of each Number; and for the use of such youth as may wish to read it in both languages, a few copies in both, so as to make the English agree page for page with the Bengalee. An English Translation of the Numbers already published having been requested, the publishing of the original work will in consequence be suspended for a short season till this can be completed.

'দিগ্দর্শন' পত্রের তিনটি বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশিত সংখ্যার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

বাংলা সংস্করণ	...	১-২৬ সংখ্যা
ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ	...	১-১৬ সংখ্যা
ইংরেজী সংস্করণ	...	১-১৬ সংখ্যা

'দিগ্দর্শন' পত্রের বাংলা সংস্করণের পঞ্চম ভাগ (আগস্ট ১৮১৮) হইতে উহার রচনার একটু নিদর্শন দেওয়া গেল :—

বাঙ্গালার প্রধান নগর বিষয়।—

বাঙ্গালার মধ্যে সকলহইতে প্রাচীন নগর গৌড় তাহার প্রাচীন নাম লক্ষণোতি আড়াই হাজার বৎসর হইল সে উত্তর পূর্ব্ব বাঙ্গালার রাজধানী ছিল যেহেতুক যে দেশকে এখন বাঙ্গালা কহা যায় পূর্ব্বে ইহার প্রদেশভেদেতে নাম ভিন্ন ছিল। আড়াই শত বৎসর হইল শাহ অকবর বাদশাহ সে নগর শোভান্বিত করিলেন ও তাহার নাম জৈমুতীয়াবাদ রাখিলেন। ফিরিস্তা নামে এক জন মুসলমান ইতিহাসবেত্তা আপন গ্রন্থে লিখিয়াছে যে সেইখানকার বায়ু মন্দ এইপ্রযুক্ত সেখানে লোকেরা বসতি ত্যাগ করিল এবং সেখানহইতে রাজকর্ম্ম উঠাইয়া মোং টাঙ্গরা নগরে লইয়া গেল সে টাঙ্গরা নগর মহানন্দা নদীর এক পার্শ্বে গৌড়হইতে কএক ক্রোশ উত্তরে। অনুমান হয় যে গৌড়ের দৈর্ঘ্য বার ক্রোশ ও প্রস্থ তিন ক্রোশ এখন সেখানে কতগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ভগ্ন অট্টালিকা ও মসজদমাত্র আছে সেখানকার ইষ্টকদ্বারা মুরশিদাবাদ ও জঙ্গীপুর ও মালদহ আদি প্রস্তুত হইয়াছে সে এখন শূকরপ্রভৃতি বন্য জন্তুর বাসস্থান হইয়াছে।

---

* "Of the Bengalee periodical work from the Serampore press stiled the *Digdorshon*,... it was suggested to the Author, Mr. Marshman Jun. to prepare a second and improved edition in a superior type, and to render the work into English. These suggestions were approved; ..."—The Second Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Second Year, 1818-19, p. 5.

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমিরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যেং কর্ম্ম হইয়াছে সেং কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লৌহে ঘষিলে সে লৌহ সর্ব্বদা দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার উপরে যে কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত এক কাগজের উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া বত্রিশ সমান্যাংশ করিয়া চতুর্দ্দিকে সকল দিগ ও বিদিগ্ ও উপদিগ্

ক না

['দিগ্দর্শন' পত্রের বাংলা সংস্করণের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

দ্বিতীয় টাঙ্গরা পোনর শত আশী সালে অকবরশাহ বাদশাহের অধিকার কালে রাজধানী ছিল। গৌড় নগর হইতে রাজমহলপর্য্যন্ত যে রাজপথ যায় সেই রাজপথে টাঙ্গরা নগর। ষোল শত ষাটি সালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের অধিকার কালে সে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই তদবধি ক্রমে২ রাজমহল ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদ রাজধানী হইয়াছে।

তৃতীয় মালদহের উত্তরে সাডে তিন ক্রোশ পংডুয়া নামে এক বড় নগর ছিল। সে পূর্ব্ব কালে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল এখন সেখানে প্রায় কিছু নাই কেবল আদীনা মসজদের কএক অট্টালিকা অবশিষ্ট আছে এবং তাহার নিকটে একটা গাঁথা রাজপথ ছিল সে রাজপথ গৌড়হইতে আসামপর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং সেই রাজপথে যে দুই নদী ছিল তাহারদের উপরে প্রস্তরনির্ম্মিত পূর্ব্বে সাঁকো ছিল তাহার কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট অদ্যাপি আছে সেই সকল প্রস্তর রাজমহলহইতে আনা গিয়াছিল। সেই রাজপথের নিকটে দমদমা নামে এক স্থান আছে লোকে কহে যে সে বাণরাজাকর্ত্তৃক গ্রথিত এবং সে রাজপথ মহীপালদিঘী নামে এক পুষ্করিণীর তীর দিয়া যায় ঐ মহীপালদিঘী বাণরাজার এক কুটুম্বকর্ত্তৃক খোদিত।

চতুর্থ রাজমহল এক শত ত্রিশ বৎসর হইল সেখানে বাঙ্গালার অধ্যক্ষ থাকিত ইহাতেই তাহার নাম রাজমহল। তাহার পূর্ব্ব শোভার চিহ্ন কিছু২ আছে এখন অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এখন তাহাহইতে বড় গ্রাম অনেক আছে তাহার নিকট উদনালানামে একটা কিল্লা ছিল।

পঞ্চম। মুরশিদাবাদ মুরশিদ নামে এক ব্যক্তির কৃত ইহাতে তাহার নাম মুরশিদাবাদ হইল এবং গৌড় নগর হইতে ইষ্টকাদি আনিয়া মুরশিদাবাদ প্রস্তুত করিল কলিকাতা হওনের পূর্ব্বে সে অতিবড় শহর ছিল ও বাঙ্গালার রাজধানী ছিল এখন তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে তথাপিও বড় আছে এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারেও খাজানার দপ্তর সেখানে ছিল সে দপ্তর কলিকাতা আইলে সে ভগ্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে সেখানে যত লোক ছিল তাহার অর্দ্ধেক লোকও এখন নাই।

ষষ্ঠ সাতগাঁ সে হুগলির উত্তর পশ্চিম দুই ক্রোশ। আড়াই শত বৎসর হইল সে বাণিজ্যের এক প্রধান স্থান ছিল এবং ইউরোপহইতে যত বাণিজ্যের কারণ গতায়াত ছিল সে এই শহরে এবং সেই সময়ে সরস্বতী নদী এমত আয়তা ছিল যে অল্প বোজাই জাহাজ চলিত।

সপ্তম হুগলি শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন পূর্ব্বে অতিবড় ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই পূর্ব্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের তাবৎ হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের বাণিজ্যের স্থান সেই ছিল পরে সেখানহইতে কলিকাতা হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা এ দেশের বিবরণ কিছু জানিতেন না তাহাতে গঙ্গা নদীর নাম হুগলি নদী কহিতেন।

অষ্টম ঢাকা শহর পূর্ব্বে বাঙ্গলার রাজধানী ছিল এবং সে বাণিজ্যযোগ্য স্থান যেহেতুক সেখানে চতুর্দিক্ হইতে নৌকা আসিতে পারে সে পূর্ব্বে তাবৎ বাঙ্গালার রাজধানী ছিল এখনও বাঙ্গালার মধ্যে তৃতীয় শহর গণা যায় ইহার পূর্ব্বে সোনারগ্রাম রাজধানী ছিল সেখানহইতে উঠিয়া ঢাকায় রাজধানী হইল।

নবম শহর কলিকাতা রাজধানী স্থান সকল শহরহইতে বড়। গোবিন্দপুর নামে এক গ্রাম ছিল পরে এক শত বিশ বৎসর অবধি শহর হইয়া ক্রমে২ বাড়িতেছে। কিন্তু হিন্দুস্থানের তাবৎ

বাণিজ্যযোগ্য বস্তু কলিকাতাতে মজুত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় এবং যেমত শরীরের মধ্যে হৃদয় সেই মত হিন্দুস্থানের মধ্যে কলিকাতা যেহেতুক শরীরের তাবৎ রক্ত হৃদয়ে সঞ্চিত হয় এবং হৃদয়হইতে শরীরের তাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যায়। আমরা দেখিলাম রাজধানীশ্রী রাজমহল ও মুরশিদাবাদ ও ঢাকা ইত্যাদি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এখন কলিকাতার মধ্যে স্থিরা হইয়া আছেন। এই কলিকাতা কেবল হিন্দুস্থানের মধ্যে এখন বড় কিন্তু অনুমান হয় যে সে আর এক শত বৎসরে আসিয়ার মধ্যে ও সকলহইতে বড় শহর হইবেক এখন আসিয়ার প্রধান বন্দর কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে যে দেশস্থ জাহাজির জাহাজ কলিকাতা না আইসে এমত দেশ নাই। এবং সে অবধি ভারতবর্ষে ধনসম্পত্তি ও সুখবৃদ্ধি হইতেছে।

'দিগ্দর্শন' পত্রের ফাইল।—

(১) রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি:—বাংলা সংস্করণ (১-৩, ৫, ৬, ৮ ও ১১ ভাগ); ইংরেজী সংস্করণ (No. 1); ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ।

(২) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ:—ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ।

৭৫'

সমাচার দর্পণ

প্রথম পর্য্যায়, ১৮১৮-৪১

প্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'দিগ্দর্শন' প্রকাশের মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই মিশন একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশেও উদ্যোগী হইলেন। এই সাপ্তাহিক পত্রের নাম 'সমাচার দর্পণ'। এখন পর্য্যন্ত যতদূর জানা যায়, এটি বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। ইহারও সম্পাদক হইলেন জে. সি. মার্শম্যান। ১৮১৮ সনের ২৩ মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫, শনিবার) 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। পত্রিকার উদ্দেশ্য ও প্রকাশের কারণ সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়:—

> সমাচার দর্পণ।—কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল * ও সেই পুস্তক মাস২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস২ ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরীবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।—

* এই সংবাদটি আমাদের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক করে। লেখার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, এই "ক্ষুদ্র পুস্তক" 'দিগ্দর্শন' নয়; কারণ, উহার জন্ম 'সমাচার দর্পণে'র মাত্র এক মাস পূর্ব্বে এবং উহার জীবিত কালও নিতান্ত অল্প নয়। সুতরাং সন্দেহ হয়, 'দিগ্দর্শনে'রও পূর্ব্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে একটি মাসিক "পুস্তক" প্রকাশিত হওয়ার কথা হইয়াছিল এবং তাহার এক আধ সংখ্যা প্রকাশিতও হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার অন্য কোনও পরিচয় আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই।

এই সমাচারের পত্র প্রতিসপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই২ সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্টর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।—

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে২ নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংগ্লণ্ড ও ইউরোপের অন্য২ প্রদেশহইতে যে২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোককর্তৃক যে২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তকহইতে ছাপান যাইবে এবং যে২ নূতন পুস্তক মাসে২ ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

প্রথম তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে 'সমাচার দর্পণ' বিতরিত হইয়াছিল। ইহা প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত। ৪ জুলাই ১৮১৮ হইতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণে'র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

মার্শম্যান নামে সম্পাদক হইলেও কার্য্যতঃ পত্রিকা-সম্পাদনের ভার এদেশীয় পণ্ডিতদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এমন কি, পণ্ডিতেরা অনুপস্থিত থাকিলে 'সমাচার দর্পণে' নূতন সংবাদ প্রকাশও বন্ধ থাকিত। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি। ২৬ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জানান যে, "আমারদের পণ্ডিতগণ আগামি সোমবার-পর্য্যন্ত স্ব২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।" 'সমাচার দর্পণে'র প্রথমাবস্থায় সম্পাদকীয়-বিভাগে ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। এই কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার···পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন।

'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান
কোলস্‌ওয়ার্দী গ্রাণ্ট অঙ্কিত চিত্র হইতে

ইহার পর পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি চার বৎসর 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮২৮ সনের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ৫ই জুলাই তারিখে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

> .. পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি...সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন এবং ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন।...গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্যং পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জ্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্যং কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।

যাঁহারা বাংলা ভাষা জ্ঞাত নহেন, এরূপ লোকদের জন্য ৬ মে ১৮২৬ তারিখে শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণে'র ফার্সী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের নাম 'আখবারে শ্রীরামপুর'। পত্রিকাখানি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

১৮১৭ সনে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লোকের মধ্যে ইংরেজী শিখিবার সাড়া পড়িয়া যায়। এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সন হইতে 'সমাচার দর্পণ'কে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১১ জুলাই ১৮২৯ (২৯ আষাঢ় ১২৩৬) তারিখের সংখ্যায় দেখিতেছি :—

> পাঠকবর্গেরদের প্রতি বিজ্ঞাপন। সমাচারদর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের অধিক কালাবধি কেবল বাঙ্গলা ভাষায় এই কাগজ প্রকাশকরণানন্তর বর্ত্তমান তারিখ অবধি সম্বাদ ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজের মূল্য মাসিক এক টাকা করিয়া যেরূপ পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল তদতিরিক্ত কিছু না লইতে স্থির করা গিয়াছে। বাঙ্গলা তর্জ্জমায় মূল কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় পদ্যের সহিত ঐক্য থাকিবে। প্রকাশক এই ভরসা করেন যে যাঁহারা সম্বাদপ্রাপণেচ্ছুক আছেন কেবল যে তাঁহারদের উপকারক এমত নহে কিন্তু যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাকরণবিষয়ে ব্যগ্র আছেন তাঁহারদেরও উপকার দর্শিবে। কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় সমাচারপত্র হইতে যাহা বাচনী করিয়া লওয়া যাইবে তাহাকেও ইঙ্গরেজী পরিচ্ছদ দেওয়া যাইবে।

এ পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' কেবল প্রতি-শনিবারে প্রকাশিত হইতেছিল, কিন্তু ১৮৩২ সন হইতে সপ্তাহে দুই বার প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইল। অতিরিক্ত 'দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১১ জানুয়ারি ১৮৩২, বুধবার। ৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১ তারিখে লিখিত হইল :—

> প্রতিসপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্যক হওয়াতে দেড় টাকা করিয়া মূল্য স্থির করা গেল...।
>
> অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা আগামি ১১ জানুআরি বুধবার প্রকাশ পাইবে।

সমাচার দর্পণ।

১ সংখ্যা] শনিবার। ২৩ মে সন ১৮১৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫।

সমাচার দর্পণ।

কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাসং ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাসং ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরীবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।—

এই সমাচারের পত্র প্রতিসপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এইং সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্টর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।—

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যেং নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংগ্লণ্ড ও ইউরোপের অন্যং প্রদেশহইতে যেং নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোককর্ত্তৃক যেং নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তকহইতে ছাপান যাইবে এবং যেং নূতন পুস্তক মাসেং ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যেং নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে ৮ জুন সোমবার সাড়ে দশ ঘড়ীর সময় কোম্পানির পুরাণা কুঠীর মধ্যে খাতাবাটীতে মোকাম বান্দা আমদানী মসলা জাহাজ সুবরয়া ও মেনড্রেন আইসে তাহা নিলাম বিক্রয় হইবেক নীচে দফাওয়ারী লিখিত মতে জানিবা।

বান্দা জায়ফল প্রথম রকম ৭৫০০ পৌন

দফে দোসরা রকম ৭৫০০

যাবা— নীরস ২০০১

এমবোয়ান্যা জায়ফল

খোসাসমেত ৮০

বান্দা জৈত্রী প্রথম রকম ১০০০০

যাবা নীরস ২০১

এমবোয়ান্যা নীরস ১৪১

২ দফা এক টাকা ফিলাট বায়না ও আমানত ফিশত ১০ দশ টাকার উপর দিতে হইবেক নিলামের সময় খাতবরির কারণ তাহাতে কোন কসুরি করে তবে ঐ লাট পুনরায় বিক্রয় হইবেক ক্রয় করিতে কোন লোকসান হয় তাহা প্রথম খরিদারকে দিতে হইবেক মুনাফা হইলে কোম্পানির হইবেক।—

৩ তিন দফা ইস্তক নিলামের তারিখ লাগাইদ এক মাহার মধ্যে মসলা খরিদের বেবাক টাকা দিয়া মাল খালাষ করিয়া লইয়া যাইবেক যদি এই মাফিক না করে তবে ঐ আমানত এবং বায়নার টাকা কোম্পানিতে গুনাগার হইবেক এবং মসালা নগদ টাকায় পুনরায় বিক্রয় হইবেক বিক্রয় করিতে যে লোকসান হইবেক এবং বাজে

['সমাচার দর্পণ' পত্রের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

কিন্তু এই অতিরিক্ত সংস্করণ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮৩৪, ৫ই নবেম্বর বুধবার তারিখের কাগজে লিখিত হইল :—

পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে মাস্তল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ইহার পর অবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল।

৮ নবেম্বর ১৮৩৪ তারিখ হইতে 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক আকারে পুনরায় প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখনও জে. সি. মার্শম্যান সম্পাদকতা করিতেছিলেন।* ১৮৪০ সনের ১লা জুলাই হইতে মার্শম্যানের উপর অন্য একখানি নূতন বাংলা সাপ্তাহিক পত্র —'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট'-এর সম্পাদনভারও পড়িল। সম্পাদকের এই কর্ম্মবাহুল্যের ফলে শীঘ্রই 'সমাচার দর্পণে'র প্রচার রহিত করিতে হইল। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'সমাচার দর্পণ' বন্ধ করিবার মূল কারণ যে সম্পাদকের কর্ম্মবাহুল্য, তাহা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' নামক সাপ্তাহিক পত্রের ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৪১ তারিখের সংখ্যায় পাওয়া যাইতেছে :—

THE SUMACHAR DURPUN.—The Editor of the *Sumachar Durpun* finds himself under the necessity of closing that journal with the termination of the present year. With two other journals, the *Friend of India* and the *Bengalee Government Gazette*, to attend to, it is not possible to do that justice to the *Durpun*, whether in reference to the supply of editorial observations and intelligence, or to the translation of them into Bengalee, which a due regard for the interests of his subscribers and his own reputation, require. The claims of this paper, coming as they did week after week, immediately between those of two others, left none of that leisure which the mind of every individual who attempts to write for the public, demands. The pleasure which the publication of the journal once afforded, has changed into a severe task, and it appeared most judicious to bring it at once to a close...(P. 817.)

দ্বিতীয় পর্য্যায়, ১৮৪২-৪৩

শ্রীরামপুর মিশন হাল ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত হইল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজী ও বাংলা—উভয় ভাষায়

* ১৫ নবেম্বর ১৮৩৪ (১ অগ্রহায়ণ ১২৪১) তারিখের পত্রে পাইতেছি :—"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়... লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ ডাক্তর কেরী সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র যদ্যপি অতিবিবেচনাপূর্ব্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া বরং একপ্রকার প্রতিকূলই ছিলেন...।"

১৮৪২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে; কারণ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪২ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রে দেখিতেছি :—

NATIVE NEWSPAPERS.—We are happy to perceive that the *Sumachar Durpun*, which the Editor was constrained to discontinue at the close of last year for want of sufficient leisure to do it justice, has been taken up and continued in Calcutta. Two numbers have already appeared The first efforts of the Editors necessarily demand indulgence; and they will, we hope, receive it. They exhibit a strong desire to satisfy public expectations, but leave much room for improvement. We trust the spirited proprietors* will not be discouraged by the disappointments inseparable from a novel undertaking,...Theirs is the only journal which now appears in both English and Bengalee; and they must not lie on their oars because there is no direct competition...

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন কলিকাতার অপর এক জন বাঙালী সম্পাদক। 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ :—

THE SUMACHAR DURPUN....It was discontinued in 1841, or rather transferred to a native editor in Calcutta, in whose hands it soon drooped or died. (15 May, 1851, p. 809.)

---

* 'সমাচার দর্পণ' বন্ধ হইয়া গেলে রামগোপাল ঘোষ ও তদীয় বন্ধুবর্গ উহা পুনঃপ্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত রামগোপাল ঘোষের ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখের পত্রে প্রকাশ :—

"The necessity of establishing a paper I had long been convinced of, and I have never failed to agitate the subject on all suitable occasions, and when I heard of the extinction of the [*Sumachar*] *Durpan*, I have viewed it in the same light as you have done, and after much discussion, we have now come to a satisfactory conclusion. On last Tuesday evening the 7th, Tara Chand [Chuckerbarty], Peary [Chand Mitor], myself met at Krishna's [Rev. K. M. Banerjea's], and we resolved upon establishing a monthly magazine in Bengalee and English, and also the *Durpan* in case the receipts on account of the latter will enable us to employ a competent person versed in English and Bengalee to render the translations of both the papers. This important duty no one seems willing to undertake and unless we can secure an intelligent young man to devote all his time, which would perhaps cost us Rs. 100, we cannot venture to take up two papers. And in my humble opinion they are both, under present circumstance, equally necessary. The magazine is to keep up a spirit of enquiry amongst the educated natives, to revive their dying institutions such as the Library [Calcutta Public], The Society for A. G. K. [for Acquisition of General Knowledge], to arouse them from their lethargic state, to discuss such subjects as female education, the remarriage of Hindu widows, etc. It is in short to be *our peculiar organ*. The *Durpan* on the other hand is for the native community in general, to be easy and simple in its style, not to run into any lengthened discussion of any subject—to avoid abstract questions, to be extremely cautious of awakening the prejudices of the orthodox, to give items of news likely to be interesting to the native community, and gradually to extend their information, quickly to purge them of their prejudices, and open their minds to the enlightenment of knowledge and civilization. It should make the extinct *Durpan* its model. The two objects of the two papers are quite distinct, and though I have very inadequately expressed myself, you will perceive the difference, and I think you will concur with me as to the wisdom of the plan I have proposed..." —Ram Gopal Sanyal : *Bengal Celebrities*, p. 181.

২য় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' পরিচালন করিতেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল'দের প্রতিনিধি-হিসাবেই উহা পরিচালন করিতেন কি না, জানা যায় নাই।

কলিকাতার এই দেশীয় সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।* ইনি ১২৪৭ সালে 'জ্ঞানদীপিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভগবতীচরণই যে দ্বিতীয় পর্য্যায় 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক ছিলেন, সমসাময়িক পত্রে ইহার একাধিক উল্লেখ পাইয়াছি।

১। ১৪ এপ্রিল ১৮৫১ (২ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশিত "তিরোধান প্রাপ্ত" সংবাদপত্রগুলির দীর্ঘ তালিকার† মধ্যে (পৃ. ৪) 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকরূপে "জান মার্সমন সাহেব" ও "ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়" এই দুইটি নাম পাইতেছি।

২। তৃতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইলে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁহার 'সম্বাদ ভাস্করে' (৬ মে ১৮৫১) লিখিয়াছিলেন :—

> একবার শ্রীরামপুরের গঙ্গায় দর্পণ বিসর্জ্জন হয়, দ্বিতীয়বারে ভগবতীর খড্‌গে বলিদান হইয়াছে, এইবার তৃতীয়বার দিব্যদেহ হইয়া দেখা দিয়াছে,...।

৩। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কিছু দিন পরে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র "হেড" ক্রয় করিলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন :—

> বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি একবার মৃত দর্পণের প্রাণ দান করত মার্সম্যান সাহেব হইয়াছিলেন, তিনিই আরবার চকোর হইয়া চন্দ্রিকায় চঞ্চুপ্রহার পূর্ব্বক সুধাপান করিবেন।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১৭ এপ্রিল ১৮৫২।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' অল্পদিন মাত্র চলিয়াছিল। ১৮৪৩ সনের জানুয়ারি মাসেও ইহা জীবিত ছিল।‡

---

* ১ বৈশাখ ১২৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। ৮ মে ১৮৫২ তারিখের *The Englishman and Military Chronicle* পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণে এই প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রকাশ, 'সমাচার দর্পণে'র প্রচার রহিত হইলে দীননাথ দত্তের আনুকূল্যে উহা কিছু দিনের জন্য পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "বাংলা সংবাদ পত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "কলিকাতা, কলুটোলা নিবাসী বাবু দীননাথ দত্তের সাহায্যে বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্সমান সাহেবের অনুমতি লইয়া কিছুকাল 'সমাচার দর্পণ' পুনরায় প্রকাশ করেন। দীনবাবু প্রাণত্যাগ করিলে, 'সমাচার দর্পণ' আবার উঠিয়া যায়।"—নবজীবন,' ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আষাঢ় ১২৯৩, পৃ. ৭২৫-৩৭।

নবগোপাল মিত্রও তাঁহার "Journalism in Bengal" প্রবন্ধে (*The Bengal Academy of Literature*, I. No. 6, Jany. 6, 1894) ভুলক্রমে ভবানীচরণের নাম করিয়াছেন।

† এই তালিকাটি ২২ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখের 'ইংলিশম্যানে' ভাষান্তরিত হয়; তাহা হইতে আবার 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পরবর্ত্তী ১ মে তারিখে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন (পৃ. ২৮১)।

‡ "Epitome of News" : *The Friend of India*, 9 February 1848.

তৃতীয় পর্য্যায়, ১৮৫১-৫২

শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৫১ সনের ৩রা মে শনিবার (২১ বৈশাখ ১২৫৮) নবপর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' "১ বালম, ১ সংখ্যা" প্রকাশিত হইল। ইহার মুখপত্র হইতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (৫ মে ১৮৫১) পত্রে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

সমাচার দর্পণের নমস্কার। পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকারপ্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগকে বহুকালীন বৃদ্ধ বন্ধু স্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরুদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনরুত্থিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের। পূর্ব্বকার দর্পণে সাধারণ লোকের অনেক হিত বিষয় প্রতিবিম্বিত হইত। বর্ত্তমান দর্পণেও তদনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছা। বিশেষ ব্যক্তিরদের গ্লানি প্রকাশ করণ সম্বাদ পত্রের প্রধান অভিপ্রায়, এমত যাঁহারা বোধ করেন তাঁহারদের সঙ্গে আমারদের কোন মতে ঐক্য নাই। তাদৃশ ব্যাপার হইতে সর্ব্বতোভাবেই নির্লিপ্ত থাকিব। গোপাল যদি রামের চতুর্দ্দশ পুরুষের গ্লানি করিয়া দ্বেষপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন করুন কিন্তু এমন সংকার্য্য দর্পণের দ্বারা করিতে পারিবেন না কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তিরদিগের কদাচরণ প্রকাশ করণ সমুচিত হইলে ক্ষান্ত হইব না। অনেক প্রতিজ্ঞা ও অনেক ত্রুটি এই দুই প্রায় সমান কথা। অতএব এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিতেছি এক বৎসর পর্য্যন্ত যথাসাধ্য উদ্যোগে যাহা করিতে পারি তাহাই করিব।

দর্পণের দ্বিভাষিতা গুণের বিষয়ে এই বক্তব্য। দুই ভাষার বিশেষ বিধ্যনুসারে আমারদের মত প্রকাশ করিতে মনস্থ করিতেছি এই হেতুক কথনং পদের অবিকল অনুবাদ করা হইবেক না সামান্যতঃ উভয় ভাষার রস যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া ভাষান্তরীকৃত হইবেক। অনেকে কহিয়া থাকেন বঙ্গভাষা অতি নীরসপ্রযুক্ত ইংলণ্ডীয় কথার সম্পূর্ণ রস তাহাতে প্রকাশ হয় না। পরন্তু এই কথার অনর্থকতার প্রমাণ এই পত্র হয় এতদ্রূপ আমারদের সম্পূর্ণ আশা। দর্পণ, ২১ বৈশাখ।

তৃতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে লুপ্ত হয়। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত "১২৫৯ সালের সাম্বৎসরিক ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"-মধ্যে পাইতেছি :—

অগ্রহায়ণ (১২৫৯)।···সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে।

ঐ সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি সম্পাদকীয় মন্তব্যের এক স্থলে লিখিয়াছিলেন :—

গত বৎসর [১২৫৯] যেমন কয়েকখানি পত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তেমনি আবার কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে।·· শ্রীরামপুরে দর্পণ, জ্ঞানারুণোদয় এবং শশধর তিনখানি পত্রেরি পঞ্চত্ব লাভ হইল।

'সমাচার দর্পণ' পত্রের ফাইল।

(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগার :—২৩ মে ১৮১৮ হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১।

(২) বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি :—১৮২৪ সন।

(৩) কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ সন (অসম্পূর্ণ)।

(৪) রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—১৪ এপ্রিল ১৮২১ হইতে ১১ এপ্রিল ১৮৪০। এই সকল সংখ্যা হইতে কতকগুলি সংবাদ আমি প্রথমে 'ভারতবর্ষে' (চৈত্র ১৩৩৭—আশ্বিন ১৩৩৮) প্রকাশ করি।

(৫) শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরি :—প্রথম বর্ষের ১ম—৩০শ সংখ্যা।

১৮১৮ হইতে ১৮৪০ সনের মধ্যে 'সমাচার দর্পণে' মুদ্রিত সমস্ত জ্ঞাতব্য সংবাদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

বাঙ্গাল গেজেটি

যখন শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়, প্রায় সেই সময়ে কলিকাতায়ও একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের সৃষ্টি হয়। এই কাগজখানির নাম 'বাঙ্গাল গেজেটি'। ইহাই বাঙালী-পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

'বাঙ্গাল গেজেটি' বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র কি না, ইহা লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে।* এক পক্ষের মতে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ'ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। অপর পক্ষ বলেন, এই সম্মান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রাপ্য। কেহ কেহ আবার এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' বলিয়া কোন সংবাদপত্র মোটেই প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল বিচারবিতর্কের পুনরুক্তি না করিয়া নূতন অনুসন্ধানে 'বাঙ্গাল গেজেটি' সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাই এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিব।

কে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত করেন, উহাই প্রথম নির্ণয় করা প্রয়োজন। এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই বলিয়াছেন, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যই 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশক। এই গঙ্গাকিশোরের বাড়ী শ্রীরামপুরের নিকট বহড়া গ্রামে ছিল। তিনি প্রথমে কিছু দিন শ্রীরামপুরের মিশনরীদের ছাপাখানায়

---

* মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত "বেঙ্গল্ গেজেট্" এবং "বেঙ্গল্ গেজেট ও সমাচার দর্পণ"—'নব্যভারত', আষাঢ় ১৩০৭, পৃ. ১৩১-৪০, চৈত্র ১৩০৭, পৃ. ৬২৬-৩৩। "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস"—'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৭৭-১৮১। "বাঙ্গালী প্রবর্ত্তিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্র"—'প্রবাসী,' পৌষ ১৩৪০, পৃ. ৩০৬-৩০৯।

কম্পোজিটারের কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পর নিজে বইয়ের ব্যবসা স্বরু করেন এবং কলিকাতায় ফেরিস কোম্পানীর (Ferris & Co.) ছাপাখানায় একাধিক পুস্তক মুদ্রিত করেন।* ৩০ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' তাঁহার সম্বন্ধে লেখা হয়:—

> এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন।

বইয়ের ব্যবসা করিয়া গঙ্গাকিশোর লাভবান্ হইয়াছিলেন। এত দিন তিনি ভরসা করিয়া নিজে ছাপাখানা করেন নাই—পরের প্রেসেই বই ছাপাইতেছিলেন। এই বার তিনি একটি ছাপাখানা ও একখানি বইয়ের দোকান খুলিলেন। তাঁহার ছাপাখানার নাম —বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস। এই নাম তাঁহার ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ছাপাখানা করিবার পর গঙ্গাকিশোর সংবাদপত্র-প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। তখন পর্য্যন্ত খাস কলিকাতা হইতে কোন বাংলা সাময়িক-পত্র বাহির হয় নাই। এই অভাব পূরণ হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দ্বারা। কিন্তু এই পত্রিকা প্রকাশ একক গঙ্গাকিশোরেরই কৃতিত্ব নয়। সমসাময়িক ইংরেজী সংবাদপত্রে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র যে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই ব্যাপারে গঙ্গাকিশোরের সহিত হরচন্দ্র রায় নামে আর এক জন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই বিজ্ঞাপনটি ১৮১৮ সনের ১৪ই মে তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেট' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

> HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, (to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages, and Deaths.)
>
> Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.
>
> Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication, will be pleased to send their Names to HURROCHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.
>
> The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta, 12th May*, 1818.

---

* গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আমি ১৩৪৪ সালের ১ম সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় "গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য" নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি।

এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার কয়েক দিন পরেই 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' উহার সম্বন্ধে আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Notifications and Regulations, and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee language, and having spared no pains or trouble to render it as interesting as possible, earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETTE. No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this WEEKLY PUBLICATION will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press, No. 145, Chorebagan Street, where every information will be thankfully received. The Price of Subscription is 2 Rupees per month. Extras included.

Calcutta, Chorebagan Street, No. 145

ইহার পর ২৩এ ও ৩০এ জুলাই তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে'ও এই একই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল।

এই সকল বিজ্ঞাপনে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকরূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নামের স্থলে আমরা হরচন্দ্র রায়ের নাম পাইতেছি। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, হরচন্দ্রেরও বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরে। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র সহিত তাঁহার যোগ ছিল। রামমোহন রায়ের 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' যন্ত্রালয়ের তিনিও এক জন মালিক ছিলেন—এ কথার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রের প্রকাশকরূপে হরচন্দ্র রায়ের নাম বিজ্ঞাপনে ছাপা হইয়াছে বলিয়া, কাগজের সহিত গঙ্গাকিশোরের কোন সম্পর্ক ছিল না, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই।

এখন বিবেচ্য, 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণে'র আগে কি পরে প্রকাশিত হয়। উপরে যে দুইটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের প্রথমটির তারিখ ১২ই মে ১৮১৮। এই বিজ্ঞাপন হইতে আরও জানা যায় যে, এই পত্রিকা প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণে'র পূর্ব্বে বাহির হইয়া থাকিলে ইহার প্রকাশকাল হয় ১৫ই, নতুবা ২২এ মে; কারণ, 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—২৩এ মে ১৮১৮, শনিবার। এই দুইটি তারিখের কোনটিতে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। শ্রীরামপুর হইতে ১৮২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক

'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রের প্রথম সংখ্যা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের পর এক পক্ষ মধ্যে গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' লিখিয়াছিলেন :—

> The first Hindoo who established a press in Calcutta was Baboo-ram, a native of Hindoosthan...He was followed by Gunga-Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity, and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Somachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed.—"On the effect of the Native Press in India," *The Friend of India*, Quarterly Series, No. I. Septr. 1820, pp. 134-35.

এই উক্তির বিরুদ্ধে সে যুগের দুই জন বিখ্যাত সাংবাদিকের অভিমত আছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং আরও কেহ কেহ বলেন যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণে'র অগ্রজ। তবে 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'র উক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন; পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলেও তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'র বিবরণ সত্য বলিয়া ধরিলে জানা যাইতেছে, 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় এবং 'সমাচার দর্পণ'ই প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর হরচন্দ্র রায় যে বিজ্ঞাপন দেন, তাহার নিম্নলিখিত পংক্তিটি অনুধাবনযোগ্য :—

> No publication of this nature having hitherto been before the Public......

ইহা হইতে মনে হয়, 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের উদ্যোগ যখন আরম্ভ হয়, তখন পর্য্যন্ত এবং এই পত্রিকা প্রকাশের অল্প দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশে দেশী ভাষার কোন সংবাদপত্র ছিল না।

'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায় উহার বিষয়-বিন্যাস ও রচনাপদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে পূর্ব্বোদ্ধৃত একটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা এইটুকু জানিতে পারি যে, উহাতে সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্ম্মচারি-নিয়োগ সংক্রান্ত নানা সংবাদ ও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুচিকর নানা কথা থাকিত এবং উহার সডাক মাসিক মূল্য দুই টাকা ছিল।

হরচন্দ্রের সহিত মতদ্বৈধ হওয়াতে গঙ্গাকিশোর যে বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয় নিজ গ্রাম বহড়ায় লইয়া যান, তাহার উল্লেখ 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' হইতে উদ্ধৃত বিবরণে আছে।

'বাঙ্গাল গেজেটি' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। উহা বৎসরখানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

গস্‌পেল মাগাজীন

'গস্‌পেল মাগাজীন' এই সময়ের দ্বিতীয় মাসিকপত্র এবং খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম সাময়িক-পত্র। এখানি মাসে-মাসে বাহির হইত এবং দ্বিভাষিক ছিল। প্রতি পৃষ্ঠার বাম স্তম্ভে ইংরেজী, দক্ষিণ স্তম্ভে তাহার বঙ্গানুবাদ থাকিত। 'গস্‌পেল মাগাজীন'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে। ইহার প্রকাশক—"B. A. M. S." অর্থাৎ Baptist Auxiliary Missionary Society। ছাপাখানার নাম দেওয়া আছে—"Printed at the School-Press, 38 Mot's Gully, Dhurumtula."

'গস্‌পেল মাগাজীন'-এর প্রত্যেক সংখ্যায় ১৬ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ইহার প্রথম সংখ্যা হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা গেল :—

অন্তঃকরণের মালিন্য বিনাশ.

কোন সময়ে এক জন বঙ্গদেশস্থ পণ্ডিত কহিলেন যে ;

স্বভাবো যাদৃশো যস্য
ন জহাতি কদাচন ;
অঙ্গারঃ শত ধৌতেন
মলিনত্বং ন মুঞ্চতি.

ইহার অর্থ "যাহার যেমত স্বভাব তাহ কখনো যায় না ; দেখ অঙ্গার যদি একশত বার ধৌত হয় তথাপি সে আপন মলিনত্ব ত্যাগ করে না.

ইহা শুনিয়া হিন্দুস্থানীয় কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি প্রত্যুত্তর করিলেন ;—"না, এমত নয়, ঐ অঙ্গারের মলিনত্ব ঘুচিতে পারে যথা ;

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে
জ্ঞান করে উপদেশ,
তব্ কয়লা কি ময়লা ছুটে গি
যাব আগ করে প্রবেশ."

ইহার অর্থ ; "উত্তম জ্ঞান দাতা গুরু মিলে, এবং তিনি যদি ভেদ ভাঙ্গিয়া জ্ঞানের প্রকরণ বুঝাইয়া দেন, তবেই অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইতে পারে ; আগুন প্রবেশ করিলে অবশ্য কয়লার মলিনত্ব দূর হয়."

হে ভাই সকল, এ কথাতে কিছু উত্তম উপদেশ পাওয়া যায় বটে ; দেখ পাপেতে মানুষের অন্তঃকরণ ঠিক কয়লার মত মলিন হইয়া থাকে, মনুষ্যেরদিগের এমন শক্তি কি যে ঐ মলিনত্ব আপনা হইতে দূর করে, ইহা সত্য বটে. পরন্তু ঐ দোঁহাতে বলে যেমন ;—"আগুন প্রবেশ করিলে ঐ কয়লার ময়লা যায়, তেমনি অগ্নিতুল্য যে জ্ঞান তাহা অন্তরে প্রবিষ্ট হইবামাত্রেই তাহাকে পরিষ্কার করে" সে ও এক প্রকার উত্তম উপদেশ বটে, কিন্তু কোন ব্যক্তির সৎকর্ম্ম করিবার জ্ঞান সত্তে ও প্রবৃত্তি জন্মে না, অতএব উপায়ান্তর চাহি. সেই কি না অন্তঃকরণ নির্ম্মল

THE GOSPEL MAGAZINE.

DECEMBER, 1819.

গস্পেল মাগাজীন.

No. I. ডিসেম্বর, ১৮১৯. নং ১.

THE ORIGIN OF THE WEEK.

LEARNED men have named the four Quarters of the Globe Europe, Asia, Africa, and America; and each of these divisions is peopled with numerous inhabitants. Each quarter has customs peculiar to itself; and besides this, the several kingdoms which each quarter contains differ from each other in their observances. Amidst this diversity it is, howover, a remarkable fact, that in all four quarters the observance of the week is practised, and its days noticed. That all should notice days, nights, months, and years, is in no degree surprising; because the rising ana setting of the sun point out the day and the night; and the waxing and waning of the moon indicate the month; and the motion of the sun to its northern aad

সপ্তাহের মূল.

পণ্ডিতেরা পৃথিবীর চারি খণ্ডের ক্রমেতে ইউরপ, আর আসিয়া, এবং আফ্রিকা, এবং আমেরিকা, এই চারি নাম দিয়াছেন; এই প্রত্যেক খণ্ডেতেই বহু বিধ মনুষ্যের বসতি আছে. ইহার খণ্ডে ২ ব্যবহার ভিন্ন ২ বটে; অধিকন্তু, প্রত্যেক খণ্ডে দেশ দেশান্তরের লোক ভিন্নং ব্যবহারে চলে. পরন্তু, তাহার মধ্যে এই একটা অতিশয় আশ্চর্য্য, যে সপ্তাহ তাবৎ খণ্ডেতেই প্রচরূপ চলিত আছে, সকলেই সপ্তাহ গণনা করিয়া থাকে. দেখ, দিন, ও রাত্রি, এবং মাস, আর বৎসর, যে সকলে মানে, এ অতি অসম্ভব নয়, কেননা সূর্য্যের উদয়াস্ত লইয়া দিন রাত্রির স্থিত্ হয়; এবং চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি ধরিয়া মাসের মীমাংসা করে; আর সূর্য্যের যে উত্তর দক্ষিণে

['গস্পেল মাগাজীন' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

করিবার কারণ হইয়াছেন ধর্ম্মাত্মা; তিনি আপনি খ্রীষ্টের সেবকেরদিগের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া সৎকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি লওয়ান; ধর্ম্মাত্মার আবেশ ব্যতিরেক অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না. ইহার নানাপ্রকার প্রমাণ বাইবেল শাস্ত্রে আছে; এক্ষণে উপস্থিত মতে এই একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে যথা;—"ধর্ম্মাত্মা এবং অগ্নিতে তিনি তোমারদিগকে স্নান করাইবেন" অর্থাৎ, প্রভু যিশুখ্রীষ্ট, ধর্ম্মাত্মারূপ অগ্নি দিয়া, আপন শিষ্যেরদিগের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেন.

১৮২০ সনের জানুয়ারি মাস হইতে 'গস্‌পেল মাগাজীন' পত্রের একটি বাংলা সংস্করণ বাহির হয়। ইংরেজী-বাংলা সংস্করণের তুলনায় ইহাতে বিষয়-সংখ্যা অল্প থাকিত।

'গস্‌পেল মাগাজীন' (ইংরেজী-বাংলা)।—

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—১ম-২য় সংখ্যা।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম-১২শ (ডিসেম্বর ১৮১৯—নবেম্বর ১৮২০) সংখ্যা।

'গস্‌পেল মাগাজীন' (বাংলা)।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম-৫ম সংখ্যা (১৮২০)।

ব্রাহ্মণ সেবধি

"কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশহইতে কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত" একখানি পত্র ১৪ জুলাই ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় এই পত্রখানিকে মিশনরীদের তরফ হইতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ জ্ঞান করিয়া প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি তাঁহার পণ্ডিত 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'র নামে প্রশ্নগুলির উত্তর 'সমাচার দর্পণে' পাঠাইলেন। কিন্তু 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক উহার সমগ্র অংশ ব্যবহার করিতে না পারায় পরবর্ত্তী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।

তখন রামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'র নামে ১৮২১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে* 'Brahmunical Magazine. The Missionary & the Brahmun No. 1

* 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রথম তিন সংখ্যা খুব অল্প দিনের ব্যবধানেই ১৮২১ সনে বাহির হইয়াছিল। ১৮২১ সনের আগষ্ট সংখ্যা (নং ৩৮) 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রে শ্রীরামপুর মিশনরীরা দ্বিতীয় সংখ্যা 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন। ইহা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রথম সংখ্যা জুলাই মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইতে পারে না। ১৮২১

ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ সং ১ 1821' নামে একখানি সাময়িক-পত্র প্রকাশ করিলেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ থাকিত।

শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নামে প্রকাশিত হইলেও, রামমোহন রায়ই যে প্রকৃতপক্ষে 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র লেখক ছিলেন—এ কথা রামমোহনের প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। ভবানীচরণ তৎসম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লিখিয়াছিলেন :—

> ...সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে [রামমোহন রায়কে] ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রপ্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি·· তিনি ব্রাহ্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধিপ্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন।—১২ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

'ব্রাহ্মণ সেবধি'র রচনার নিদর্শন :—

> শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রিষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে

মনের আগষ্ট সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' সম্ভবতঃ অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৪ জুলাই ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রশ্নগুলি মুদ্রিত হইবার পরে 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' তাহার উত্তর রচনা করিয়া প্রকাশার্থ শ্রীরামপুরে পাঠান। এই উত্তর হুবহু প্রকাশ করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া সম্পাদক ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' মন্তব্য করেন। ইহার পরে 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র আবির্ভাব। এই কারণে আমি 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রকাশকাল "সেপ্টেম্বর ১৮২১" বলিয়া মনে করি।

নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজেব নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপব দৌরাত্ম্য কবা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারেব ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসব অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদেব অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদেব জাতিভেদ যাহা সর্ব্ব প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।—'ব্রাহ্মণ সেবধি,' সং ১।

'ব্রাহ্মণ সেবধি'র ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—সং ৩ (১৮২১)।

রাজা বামমোহন বায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি (১৭৯৫ শক) :—ইহাব ৪৫৫-৮৫ পৃষ্ঠায় প্রথম তিন সংখ্যা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' মুদ্রিত হইয়াছে।

সম্বাদ কৌমুদী

'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' উভয়ই লর্ড হেষ্টিংস কর্ত্তৃক সংবাদপত্র-সম্বন্ধীয় নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। এই সকল নিয়ম লোকে অতিশয় আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল ও ফলে কলিকাতায় দেশীয় ভাষায় ও ইংরেজীতে অনেকগুলি সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইল। ইহাদের মধ্যে সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্নাল' (২ অক্টোবর ১৮১৮) ও 'সম্বাদ কৌমুদী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল। পরধর্ম্মের হীনতা প্রমাণ বা খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা 'সমাচার দর্পণে'র উদ্দেশ্য না হইলেও প্রথমাবস্থায় উহাতে এমন কতকগুলি "প্রেরিত পত্র" প্রকাশিত হয়, যাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি ছিল। এই কারণে হিন্দুরা একখানি বাংলা সমাচার-পত্রের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময় কলুটোলা-নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এই মর্ম্মে লেখা হইল :—"লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র-প্রচারের প্রধান লক্ষ্য।...দেশবাসীর অভাব-অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে।"

'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশ-কাল লইয়া এত দিন পর্য্যন্ত মতভেদ ছিল, কিন্তু সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ১৮২১ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর (২০ অগ্রহায়ণ ১২২৮) 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যা

প্রকাশিত হয়। ২২ ডিসেম্বর ১৮২১ (৯ পৌষ ১২২৮) তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

> সম্বাদ কৌমুদী। এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে আমরা অধিক আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতুক দর্পণ বল কিম্বা কৌমুদী বল অথবা প্রভাকর বল যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের জ্ঞান সীমা বিস্তার হয় তাহাতে আমরা তুষ্ট…।

'সম্বাদ কৌমুদী'র শিরোভাগে এই শ্লোকটি থাকিত :—

> দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
> রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইত। রাজা রামমোহন রায় ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে প্রবন্ধদানে সাহায্য করিতেন।* তিনি 'সংবাদ কৌমুদী'তে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে ধর্ম্মহানি এবং সমাজে পাতিত্যের আশঙ্কা করিয়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংস্রব ত্যাগ করিলেন। তিনি ইহার প্রথম ১৩ সংখ্যা মাত্র পরিচালন করিয়াছিলেন।

ভবানীচরণের পর 'সম্বাদ কৌমুদী' তারাচাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্তের নামে চলিতে লাগিল। কিন্তু কার্য্যতঃ সম্পাদক হইলেন রামমোহন রায়। আড়াই মাস পরে স্বত্বাধিকারী হরিহর দত্ত 'সম্বাদ কৌমুদী'র আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবসর গ্রহণ করেন (মে, ১৮২২) ও গোবিন্দচন্দ্র কোঙার নামে এক ব্যক্তি 'সম্বাদ কৌমুদী'-পরিচালনেব ভাব গ্রহণ করেন। ২৪ সংখ্যক (১৪ মে ১৮২২) 'সম্বাদ কৌমুদী'র গোড়ায় যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

১। পাঠকগণের প্রতি পূর্ব্ব সম্পাদক—হরিহর দত্তের বিদায়-বাণী।
২। বর্ত্তমান সম্পাদক—গোবিন্দচন্দ্র কোঙারের নিবেদন।†

এই নূতন ব্যবস্থাতেও 'সম্বাদ কৌমুদী' বেশী দিন চলিল না। চারি মাস পরেই ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। হিন্দুদের কতকগুলি প্রচলিত প্রথা— বিশেষতঃ সহমরণের বিরুদ্ধে

---

* "The *Cowmoody* set up by Baboo Ram Mohun Roy, to counteract the force of the *Chundrika*, has been engaged in treating on general subjects, taking liberal views of them, though coming only as far as half the way on religion and politics.—*Enquirer*." "The Bengali Newspapers," *Asiatic Journal*, Jany—Apr. 1838, (Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 9.)

রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু পাদরি অ্যাডাম লিখিয়াছিলেন :—"He [Rammohun] established and conducted two native papers, one in Persian, and the other in Bengali, and made them the medium of much valuable political information to his countrymen."—*A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy*, by W. Adam, p. 20.

† "Contents of the *Sungbaud Cowmoody*, No. xxiv" : The *Calcutta Journal*, 14 May 1822, p. 193.

লেখনী ধারণ করায় 'সম্বাদ কৌমুদী' জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছিল।* তাহার উপর ভবানীচরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে সনাতন-দলের একখানি নূতন বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়া 'কৌমুদী'র অনেক গ্রাহক ভাঙাইয়া লইয়াছিলেন।

কিন্তু 'সম্বাদ কৌমুদী' একেবারে লোপ পাইল না; পর-বৎসর (১৮২৩) এপ্রিল মাসে আহিরিটোলা-নিবাসী আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে পুনরায় দেখা দিল। এইবারে মিলিটারী বোর্ড আপিসের কেরানী শাঁখারিটোলা-নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র কোঙার—পূর্ব্বে যিনি 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদক ছিলেন, তিনি ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক হইলেন। †

ইহার পরও 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রায় দশ বৎসর জীবিত ছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে দুই-তিন বার 'সম্বাদ কৌমুদী'র পরিচালক পরিবর্ত্তন হয়। ১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখের 'বঙ্গদূত' নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রে (পৃ. ৩৪৬-৪৭) তৎকাল-প্রচলিত ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা মুদ্রিত হয়। তাহাতে 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদকরূপে হলধর বসুর নাম আছে।

১৮৩০ সনের গোড়া হইতে 'সম্বাদ কৌমুদী' দ্বিসাপ্তাহিক হইয়া যায়। ৩০ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উল্লিখিত হয় যে, "সম্বাদ কৌমুদী এখন সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইতেছে।"

রামমোহনের বিলাত যাত্রার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কিছু দিন 'সম্বাদ কৌমুদী' পরিচালন করিয়াছিলেন। ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

> এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন ঐ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষী কএক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয়নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন… ।—'সম্বাদ তিমিরনাশক' পত্র হইতে উদ্ধৃত।

---

* "The Paper which was considered so fraught with danger, and like to explode over all India like a spark thrown into a barrel of gunpowder, has long since fallen to the ground for want of support; chiefly we understand because it offended the Native community, by opposing some of their customs, and particularly the Burning of Hindoo Widows...The innocent *Sungbad Cowmuddy*, the object of so much unnecessary alarm, was originally established in the month of December 1821, and relinquished by the original Proprietor for want of encouragement in May 1822, after which it was kept alive by another Native till the September following, when, about the commencement of the Doorga Pooja Holidays, it first was suspended, and then fell to rise no more."—"Danger of the Native Press": *The Calcutta Journal*, 14 Feby. 1823, pp. 618-19.

† Affidavit dated 18 Apr. 1823.—*Public Consultation* 8 May 1823, No 42.

৭ আগষ্ট ১৮২৩ তারিখে আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়কে কলিকাতা হইতে ("in Calcutta at No. 89 in Jorasanko") 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়।

ইহার পর 'সম্বাদ কৌমুদী' আরও দুই এক বৎসর জীবিত ছিল। ১৮৩২ সনের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' 'কৌমুদী' হইতে একটি বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিজ্ঞপ্তিটি এইরূপ :—

> সর্ব্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি ছিলেন তেঁহ কোন আবশ্যকতাতে বাধিত হইয়া ঐ কর্ম্মহইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের প্রথমহইতে হইলেন··· ।— কৌমুদী।

ইহার কিছু দিন পরেই 'সম্বাদ কৌমুদী' উঠিয়া যায়।

'সম্বাদ কৌমুদী'র রচনার নিদর্শন :—

> বরযাত্রিকের অবস্থা।—শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রামনিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়িথড়ী গ্রামের মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যা যাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেম্না এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিরদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফাঁস করত বরযাত্রিকেরদের গাত্রে উঠিতে লাগিল তাহাতে বরযাত্রিকেরা ঐ সকল বীভৎসাকার সর্পভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে তোমরা এগোওরে বলিয়া মহাব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়া হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে সকলে বাহির হইয়া একপ্রকার রক্ষা পাইল এবং সর্পসকলও ক্রমে২ প্রস্থান করিল যাহা হউক এতদ্বিষয় আমারদিগের প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে এতৎ প্রদেশীয় অনেক২ বৈবাহিক বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা শ্রুত দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এমত অদ্ভুত রহস্য কেহ কুত্রাপি দেখেন নাই এবং শুনেনও নাই।—২১ মে ১৮২৫ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

'সম্বাদ কৌমুদী'র ফাইল।—

'সম্বাদ কৌমুদী'র কোন সংখ্যা আমি দেখি নাই। তবে ১৮২১-২২ সনের 'ক্যালকাটা জর্নালে'র এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্ট-অংশে ইহার অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচী ও অনেক প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায়। ইহার কতকাংশ আবার বিলাত হইতে প্রকাশিত 'এশিয়াটিক জর্নাল' নামক মাসিকপত্রেও ১৮২২ সনে (আগষ্ট, পৃ. ১৩৬-৩৭; সেপ্টেম্বর, পৃ. ২৮৪-৮৭; অক্টোবর, পৃ. ৩৮৪-৯৪) পুনর্ম্মুদ্রিত হয়। ১৩০৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নব্যভারতে' (পৃ. ৩৬-৪৬) 'সম্বাদ কৌমুদী' সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের আলোচনাও দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধ হইতেই 'কৌমুদী'র কণ্ঠভাগের শ্লোকটি গৃহীত হইয়াছে।

১৯৩১ সনের এপ্রিল মাসের *Modern Review* পত্রে প্রকাশিত "Rammohun Roy as a Journalist" প্রবন্ধে 'সম্বাদ কৌমুদী' সম্বন্ধে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

পশ্বাবলী

কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক 'পশ্বাবলী' নামে একখানি বাংলা মাসিক-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার এক-এক সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর বিবরণ, এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই-সেই জন্তুর কাঠ-খোদাই চিত্র থাকিত। 'পশ্বাবলী'র প্রথম সংখ্যার তারিখ—ফেব্রুয়ারি, ১৮২২। 'পশ্বাবলী' পত্রের প্রথম পর্য্যায় পাদরি লসন্ সঙ্কলন করেন এবং ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স বাংলায় অনুবাদ করেন। কাঠ-খোদাই চিত্রগুলি লসনের; তিনি কাঠ-খোদাই কার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন। প্রথম চারি সংখ্যার আখ্যাপত্র হইতে উহাদের বিষয় ও প্রকাশকাল উদ্ধৃত করা গেল:—

১ সংখ্যা.—সিংহের বৃত্তান্ত. *February* 1822.

২ সংখ্যা.—ভালুকের বৃত্তান্ত. *March* 1822.

৩ সংখ্যা.—হস্তীর বৃত্তান্ত. *April* 1822.

৪ সংখ্যা.—গণ্ডার ও হিপপটমস্ অর্থাৎ নদ্যশ্বের বৃত্তান্ত. *Aug.* 1822.

৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যার বিষয় ছিল—ব্যাঘ্র ও বিড়ালের বিবরণ। এই দুই সংখ্যা বহু বিলম্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। লসনের মৃত্যু (১৮২৭ সনে?) হওয়ায় 'পশ্বাবলী'র প্রথম পর্য্যায় ছয় সংখ্যার বেশী অগ্রসর হয় নাই। স্কুলের ছাত্রদের পারিতোষিক-পুস্তক হিসাবে গ্রহণীয় হইবে বিবেচনা করিয়া, ১৮২৮ সনে কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি এই ছয় সংখ্যা একত্র পুস্তকাকারে 'পশ্বাবলী'* নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলি' পরিচালন করেন হিন্দুকলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র।† ইহার "Vol. I, Part II, No I—কুক্কুরের বৃত্তান্ত Compiled and Translated by

---

* পশ্বাবলী। ANIMAL BIOGRAPHY; or, HISTORICAL ACCOUNTS, Instructive and entertaining, respecting THE BRUTE CREATION. Part I. Compiled by J. Lawson.—Translated by W. H. Pearce. C. S. B. S....1828.

পণ্ডিত তারাশঙ্কর কর্ত্তৃক আমূল পুনর্লিখিত হইয়া, এই পুস্তকের একটি সংস্করণ ১৮৫২ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল (কলিকাতা স্কুল-বুকসোসাইটির ১৬শ কার্য্যবিবরণ, পৃ. ১ দ্রষ্টব্য)।

† ১৮৭৪ সনে রামচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হইলে, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ তারিখে 'সাধারণী' লিখিয়াছিলেন:—"প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ইনি ১৮১৪ সালে জন্মপরিগ্রহ করেন এবং অদ্য অষ্টাহ হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অনেক সাহেব শুভ ইঁহাকে ভাল বাসিত। ইনি পশ্বাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কালেজে শিক্ষকতা কার্য্যে অনেক দিন নিযুক্ত থাকিয়া, এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো ছিলেন, এবং রাজধানীর একজন জষ্টিস অব দি পীস ছিলেন।"

Ramchunder Mitter" ১৮৩৩ সনে (?) প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।* কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির দশম কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

The *Natural History* in *Bengalee,* of which one volume was completed by Messrs. Lawson and Pearce, is now taken up by RAM CHUNDER MITR, who was formerly a scholar, but is now a teacher, in the Hindoo College ; and who appears likely to carry it forward with vigour and success. He has furnished the *History of the Dog*, enlivened with a great number of interesting anecdotes, each arranged under the species of the animal of which he is treating. The first seven [six ?] numbers of the work were printed only in Bengalee, but it was proposed that all succeeding numbers shall be in Bengalee and English ; and under existing circumstances, it did not appear wise to reject this proposal.—The Tenth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Fifteenth and Sixteenth Years, 1832-1833. *Read the 21st March, 1834.* Pp. 10-11.

রামচন্দ্র মিত্র 'পশ্বাবলি'র সর্ব্বসমেত ১৬ সংখ্যা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন,† কিন্তু এগুলি যথাসময়ে বাহির হয় নাই। ১৮৪৪ সনে পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি সংখ্যা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি "পক্ষির বিবরণ। Ornithology. No. 1." বাহির করেন ; ইহার প্রথম সংখ্যা ছাড়া আর কোন সংখ্যাই প্রকাশিত হয় নাই।

প্রথম পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলী'র রচনার নিদর্শন :—

শৃগালের ক্রোড় পত্র.

জেলা নদিয়ার মাটিয়ারি পরগণার সাহাবাদপুর গ্রামে শ্রীপলিন বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি মুছলমান ছিল ; সে প্রতি দিন রোজা করিত ; তাহাতে ঐ গ্রামের উত্তর দিকে গিয়া পাক করিয়া সন্ধ্যাকালে আহার করিত. শৃগালেরদিগকে ও অন্ন দিত. ঐ অন্নাশাতে অনেক শৃগাল সেইস্থানে একত্র হইয়াছিল, কিন্তু যখন বিশ্বাস পাকারম্ভ করিত, তখন সকল শৃগাল নির্ভয়ে অশব্দে বসিয়া থাকিত ; পাক সমাপ্ত হইলে সকলকে ডাকিয়া নিরূপিত খাপরায় তাহারদিগকে

---

* 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র হইতে ২৫ অক্টোবর ১৮৩৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত নিম্নাংশ হইতেও মনে হয়, ১৮৩৩ সনে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা 'পশ্বাবলি' প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"পশ্বাবলি। শ্রীযুত রামচন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক কৃত পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে সংক্ষেপ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উপরি-উদ্ধৃত কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ১৫শ-১৬শ বর্ষের বার্ষিক বিবরণে (১৮৩২-৩৩) দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা 'পশ্বাবলি'-প্রকাশের উল্লেখ আছে।

† Anglo-Bengali...
Animal Biography, vol. I. in 8 numbers ; viz.
No. 1. The Dog ; 2. The Horse ; 3. The Ass ; 4. The Ox ; 5. The Buffalo ; 6. The Sheep ; 7. The Goat ; 8. The Camel ;
— vol. II. in 8 numbers ; viz.
No. I. The Wolf ; 2. The Leopard ; 3. The Monkey ; 4. The Beaver ; 5. The Seal ; 6. The Bat ; 7. The Hare ; 8. The Rat ;...
—The Twenty-First Report...Account of Stock of the Calcutta School-Book Society Jany. 1st. 1860.

অন্ন দিত. তাহাতে শৃগালেরা আপন২ ভাগ খাইয়া অন্য কোন ভাগের উপর আক্রমণ করিত না. আর শৃগালেরা ঐ বিশ্বাসের নিকটে অতি নির্ভয়ে আপন২ বাচ্চার সহিত গতায়াত করিত, এবং তাহারদিগকে ভাগ২ করিয়া দিলে যাবৎ বিশ্বাসের আজ্ঞা না পায় তাবৎ ঐ অন্নের নিকটে বসিয়া থাকে ; আজ্ঞা পাইলে স্ব২ ভাগ মাত্র খায়.

এক দিবস ঐ বিশ্বাসের ২ বৎসর বয়স্কা এক পৌত্রীর মৃত্যু হইলে, বিশ্বাস শোকার্ত্ত হইয়া অনেক রোদন করিয়া সে দিবস আহার না করিয়া কোন লোক দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া শৃগালেরদিগকে নিয়মানুসারে দিল ; তাহাতে প্রভুর দুঃখে কোন শৃগাল সে দিন অন্ন খাইল না.

এবং সেই কন্যার গোর সেই স্থানে দিলে শৃগালেরা অতিশয় মাংসাশী হইয়াও অন্য২ বালকের গোরের মত তাহার কোন ব্যাঘাত করিল না, বরং ঐ গোরের রক্ষা করিল. ইহাতে হে মনুষ্যেরা, শৃগালের প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়া তোমারদিগের ও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত.

—'পশ্বাবলী,' ৪ সংখ্যা, আগষ্ট ১৮২২।

রামচন্দ্র মিত্র-পরিচালিত 'পশ্বাবলি'র দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রচনার নিদর্শন ঃ—

গরুর বৃত্তান্ত ।

পুং গোকে বৃষ কহে এবং স্ত্রী গোকে ধেনু কহে ; পুং গো সকলকে আক্‌সন্‌ ও স্ত্রী গো সকলকে কাইন্‌ করিয়া কহে । অনেক দেশে মৃত্তিকা, জল, ও বায়ুর গুণ দ্বারা গো সকলের শক্তি ও আকৃতির হ্রাস বৃদ্ধি হয় ; যদ্যপি ঘোড়ার ন্যায় ইহাদের প্রতি মনোযোগ করা যায়, তবে ইহাদের অবয়বাদি ভাল হয় আর দুগ্ধ দানে ও না২ পরিশ্রম বিষয়েও অধিক সক্ষম হইতে পারে । অন্যান্য দেশে স্বভাবত যে সকল গো উৎপত্তি হয় তদপেক্ষা কেবল গ্রেট্‌ব্রিটনের গো সকল ক্রমে২ উত্তম হয় এবং তাহারা না২ কর্ম্মে অধিক পারক হয় ।—Pt. II, No. IV, 1835.

'পশ্বাবলী' (প্রথম পর্য্যায়) ।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ঃ—১ম-৪র্থ সংখ্যা ।

'পশ্বাবলী' (পুস্তকাকারে মুদ্রিত প্রথম ৬ সংখ্যা) ।

'পশ্বাবলি' (দ্বিতীয় পর্য্যায়) ।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ঃ—Vol. I. Pt. II, No. I কুক্কুরের বৃত্তান্ত । ২য় সংস্করণ, ১৮৩৮
No. II ঘোটকের বিবরণ । নবেম্বর ১৮৩৪
No. III গর্দ্দভের বৃত্তান্ত । ১৮৩৫
No. IV গরুর বৃত্তান্ত । ১৮৩৫
No. VI মেষের বিবরণ ।
No. VIII উষ্ট্রের বিবরণ । ১৮৩৭
Vol. II, Pt. III, No. II চিতানামক ব্যাঘ্রের বিবরণ । ১৮৩৮
No. IV বিবরের বিবরণ । ১৮৩৮
No. VI বাদুড়ের বৃত্তান্ত । ১৮৩৯

রাজশাহী পাব্‌লিক লাইব্রেরি ঃ—Vol. II, Pt. III, No. I ১৮৩৭

সমাচার চন্দ্রিকা

সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার জন্য রামমোহন রায়কে আন্দোলন করিতে দেখিয়া রক্ষণশীল হিন্দুর দল বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই প্রথার স্বপক্ষে আন্দোলন চালাইবার জন্যই তাঁহাদের পক্ষ হইতে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের আবির্ভাব হইল। এই সাপ্তাহিক পত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা'।* ইহা ২৫ নং রামমোহন ঘোষের ষ্ট্রীট, কলুটোলা হইতে প্রকাশিত হয়। ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা পরিচালন করিয়াছিলেন, এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

১৮২২ সনের ৫ই মার্চ (২৩ ফাল্গুন ১২২৮) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২৩ মার্চ ১৮২২ (১১ চৈত্র ১২২৮) তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়ঃ—

> ইস্তাহার। কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুণ মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে। এবং এতৎ পত্র গ্রহণে আকাঙ্ক্ষী যে২ মহাশয় হইবেন তাঁহার নাম সম্বলিত পত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পাঠাইবামাত্রে তাঁহার নিকট চন্দ্রিকা পত্র পাঠান যাইবেক ইতি।

'সমাচার দর্পণে'র শিরোভাগে যেমন একটি শ্লোক মুদ্রিত হইত, 'সমাচার চন্দ্রিকার'ও তেমনই একটি শ্লোক ছিল। শ্লোকটি এই ঃ—

> সদা সমাচারজুষাং ফলার্পিকা, পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা
> বিজৃম্ভতে সর্ব্বমনোনুরঞ্জিকা শ্রিয়া ভবানীচরণস্য চন্দ্রিকা।

'সম্বাদ কৌমুদী'র সহিত 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ঘোর মসিযুদ্ধ চলিল। ১৮২২ সনের ৩০এ মার্চ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি ঃ—

> প্রেরিত পত্র।...সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূর্ব্ব এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতেছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নূতন২ সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানিসূচক হইলে নামের বিপরীত হয়।...

* "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র অন্তর্ভুক্ত 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তকের (২য় মুদ্রণ) ভূমিকায় আমি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী প্রকাশ করিয়াছি।

১৭৫১ শকের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮২৯) হইতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সপ্তাহে দুই বার করিয়া বাহির হইতে থাকে :—

> এই চন্দ্রিকা পত্র ১৭৪৩ শকে সাপ্তাহিক অর্থাৎ প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইত ১৭৫১ শকের বৈশাখাবধি দুইবার অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রকাশমান হইতেছে।—'সমাচার চন্দ্রিকা', ১২ এপ্রিল ১৮৩০।

"সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্লণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে" কলিকাতার প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা মিলিয়া ১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখে ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সম্পাদক হন। ১৮৩০ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারি 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন, "চন্দ্রিকাকার ধর্ম্মসভার কৌমুদীকার ব্রহ্মসভার সাহায্যকারক।…সতীবিষয়ক ব্যাপার সংপ্রতি ঐ উভয় সমাচারপত্রে লিখিত বাদানুবাদমাত্রের আশ্রয় হইয়াছে…।"

এই সময়ে গোঁড়া হিন্দু-সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রাধান্য বিশেষ-রূপে বাড়িয়াছিল ; গ্রাহক-সংখ্যাও অন্যান্য বাংলা সাময়িক-পত্রগুলির তুলনায় বেশী ছিল।

১৮৪৮ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি (৯ ফাল্গুন ১২৫৪) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন।* কিন্তু তখন 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি পত্রিকার আবির্ভাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রসার-প্রতিপত্তি কমিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং রাজকৃষ্ণবাবু শীঘ্রই ঋণজালে জড়িত হইয়া দেউলিয়া হইলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র স্বত্ব বা "হেড" ক্রয় করিলেন—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫২ সনের ১৭ই এপ্রিল 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন :—

> এত দিনের পর আমারদিগের পিতামহী প্রাচীনা চন্দ্রিকা দেবী পর হস্তে পতিতা হইলেন। এসাইনি সাহেব ২৫০ টাকা মূল্যে ঠাকুরাণ্ দিদীর 'হেড' অর্থাৎ মস্তক বিক্রয় করিয়াছেন, শুনিতে পাই 'ভবানীচরণস্য চন্দ্রিকা' 'ভগবতীচরণস্য চন্দ্রিকা' হইবেন।

শীঘ্রই নূতন 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হইল। ৭ মে ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি :—

> শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন চন্দ্রিকা আমারদিগের দৃষ্টিপথে বিহার করিয়াছেন, ইহার আকার প্রকার অবিকল পুরাতন চন্দ্রিকার ন্যায়। এবং পূর্ব্বকার সেই অসংখ্য সংখ্যা ও শ্লোকটিও রহিয়াছে…।

---

* ১৬ মে ১৮৪৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—"ধর্ম্মসভা তথা চন্দ্রিকা সম্পাদক। অবগতি হইল, গত রবিবার বৈকালে কলুটোলার ধর্ম্মসভার গৃহে ধর্ম্মসভার এক অতিরেক সভা হইয়াছিল, ঐ সভাতে আমারদিগের প্রধান সহযোগি চন্দ্রিকার অভিনব সম্পাদক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, উক্ত বাবু পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হয়েন…।" ১৮৫২ সনের ১৪ই আগষ্ট রাজকৃষ্ণবাবুর মৃত্যু হয়।

সমাচারচন্দ্রিকা

কলিকাতাকলুটোলা২৬নং গৃহে চন্দ্রিকা যন্ত্রেণমুদ্রিতং (সদাসমাচারজুষাংফলাপিকা,পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা। বিজৃম্ভতেসর্ব্বমনোনুরঞ্জিকা।শ্রিয়াভবানীচরণস্যচন্দ্রিকা।) এইপত্রসোম ওবৃহস্পতিবার প্রকাশ হয় মূল্য মাসে ১

৫৯০ সংখ্যা সোমবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ সাল ইং ১৮৩১ সাল ১৬ মে

কলিকাতার পরিশোধাক্ষম
ঋণিদিগের পরিত্রাণের
আদালত।

১৮৩১ সাল ৭ মে তারিখে ঐ আদালতের আজ্ঞানুসারে লিপির দ্বারা সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে জান হণ্ট সাহেব যিনি কলিকাতায় জোএলরি কর্ম্ম করিতেন এক্ষণে যহ্ন্ত্রস্থরাবধি বিলাতে বাস করিতেছেন ঐ জান হণ্ট সাহেবের বিবাহিতা বিবি জেন হণ্ট যিনি কলিকাতায় মুরগীহাটা ষ্ট্রীটে বাস করিতেন তিনি এক্ষণে কলিকাতার প্রধান কারাগারে কএদ আছেন তাঁহার আরজী ঐ আদালতে আগামি ২৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময় শুনা যাইবেক

এবং ঐ জেন হণ্টরের মহাজন লোকের নাম তাঁহার আরজীর সহিত এক ফর্দ্দ ঐ আদালতের চিফ কেলার্ক আফিসে দাখিল হইয়াছে তাহাতে ঐ ফর্দ্দে তাঁহার মহাজন লোকের নাম নির্দ্দিষ্টআছে তাঁহারা চিফ কেলার্ক আফিসে আইলে দেখিতে পাইবেন ইতিতারিখ ১২মে ১৮৩১ সাল।

C. G. Strettell
Attorney for Jane Hunt.

কলিকাতার পরিশোধাক্ষম
ঋণিদিগের পরিত্রাণের
আদালত।।

১৮৩১ সাল ৭ মে তারিখে ঐ আদালতের আজ্ঞানুসারে লিপি দ্বারা সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কেথেরিন্ এলিজা মেডিরা পূর্ব্বে কলিকাতায় মুরগীহাটা ষ্ট্রীটে বাস করিতেন

এক্ষণে কলিকাতার প্রধান কারাগারে কয়েদ আছেন তাঁহার আরজী ঐ আদালতে আগামি ২৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময় শুনা যাইবেক

এবং ঐ কেথেরিন এলিজা মেডিরার মহাজন লোকের নাম তাঁহার আরজীর সহিত এক ফর্দ্দ ঐ আদালতের চিফকেলার্ক আফিসে দাখিল হইয়াছে তাহাতে ঐ ফর্দ্দে তাঁহার মহাজন লোকের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহারা চিফ কেলার্ক আফিসে আইলে দেখিতে পাইবেন ইতি তারিখ ১২ মে ১৮৩১।

C. G. Strettell
Attorney for Cotherine
Eliza madeira

কলিকাতার পরিশোধাক্ষম
ঋণিদিগের পরিত্রাণের
আদালত।

১৮৩১ সালের ২মে তারিখের ঐ আদালতের হুকুম অনুসারে লিপির দ্বারা সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উইলম বরস সাহেব সহর কলিকাতায় তালতলা সাকিনেতে বাস করিতেন এবং মিলেটেরিডিপার্টমেণ্টে এশিষ্টেণ্টছিলেন এইক্ষণে কলিকাতার বড়জেলে কএদআছেন তাঁহার আরজী এই আদালতে আগামি শনিবার ১৩ আগষ্ট বেলা দুইপ্রহরের সময় শুনা যাইবেক

ঐ উইলেম বরসসাহেবের মহাজন লোকের নাম ঐ আরজীর সহিত

['সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

এই বিষয় যন্ত্রারূঢ় হওন কালে শ্রবণ করিলাম পুরাতন চন্দ্রিকার নূতন সম্পাদক নূতন চন্দ্রিকার নূতন এডিটর ও নূতন প্রোপ্রাইটরের নামে উকিলের চিঠি দিয়াছেন, ফলে তিনি দিতে পারেন, কারণ রাজকৃষ্ণ বাবু ইন্সালবেণ্ট গ্রহণের অনেক পূর্ব্বেই চন্দ্রিকা বিক্রয় করিয়াছেন।

এই নূতন 'চন্দ্রিকা'র সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন 'সমাচার চন্দ্রিকা'ও মাঝে মাঝে বাহির হইতে লাগিল। ১৮৫২ সনের ১৪ই আগস্ট রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কিছু দিন পুরাতন 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। চৈত্র, ১৭৮০ শকের (১৮৫৯ খ্রীঃ) 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' প্রকাশিত একটি সমালোচনায় দেখিতেছি:—"এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ও সমাচারচন্দ্রিকা নামক সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়⋯।" ১৮৫৩ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন:—

কোন দৈব ব্যাঘাতে প্রাচীনা চন্দ্রিকা এত দিন বিড়ম্বনা-রূপ বারিদ জালে আচ্ছাদিত ছিলেন, পাঠক চকোরের তৃপ্তি জন্মাইতে পারেন নাই, অবগতি হইল অদ্য প্রচুরতর প্রযত্ন-রূপ প্রবল প্রভঞ্জন প্রঘাতে উক্ত মেঘমালা দূরীকৃতা হওয়াতে চন্দ্রিকা পুনর্ব্বার প্রকটিতা হইয়াছেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই পুরাতন চন্দ্রিকার মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২ এপ্রিল ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখেন:—

বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় যেমন এসাইনির নিকট হইতে হেড ক্রয় করত নূতন চন্দ্রিকা প্রকাশ করিলেন তেমনি আবার এ পক্ষের পুরাতন চন্দ্রিকাখানি একবার জন্ম, একবার মৃত্যু, একবার মৃত্যু, একবার জন্ম, এইরূপ পাঁচ ছয় আছাড় খাইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

'সমাচার চন্দ্রিকা' পরে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং শেষ দিক্‌টায় 'দৈনিক'-এর সহিত মিলিত হইয়া বাহির হইত।

'সমাচার চন্দ্রিকা'র ফাইল।—

(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ:—১৮৩১ সন (অসম্পূর্ণ)।

(২) কাসিমবাজার-রাজ লাইব্রেরি:—১২৬৩ সাল।

(৩) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি:—১৮৪৩-১৮৪৬ (অসম্পূর্ণ)।

(৪) ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—১২৩৭ সাল (১২ এপ্রিল ১৮৩০—১২ এপ্রিল ১৮৩১)। ইহা হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে 'ভারতী' (ভাদ্র ১৩২৯, পৃ. ৪২৭-৩২) ও 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' (আগষ্ট ১৯২২) পত্রে, এবং ডক্টর শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত 'ভারতবর্ষে' (শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ২১৬-২২) প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮২২ সনের *Calcutta Journal* পত্রে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি ও কোন কোন প্রবন্ধের চুম্বক ইংরেজীতে দেওয়া আছে। ১৮৫০ সনের 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' ("Early Bengali Literature and Newspapers," pp. 157-59) পত্রে ১৮২২-২৫ সনের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র কতকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি আছে। ইহা ছাড়া 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অনেক রচনার নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি

১৮২২ সনের মে মাসে 'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' নামে একখানি "মাসিক সমাচার পত্র" শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা দ্বিতীয় মাসিক পত্র। প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

এই সমাচারপত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে প্রকাশিত হইবে ইহার মূল্য প্রতি কাগজ এক আনা লাগিবেক।

খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের সহায়তাকল্পে পত্রিকাখানির সৃষ্টি হয়। প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে :—

সকলকে জানান যাইতেছে এই পত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা করিবার বাসনা আছে অতএব যে কোন খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর কোন সমাচার প্রকাশের আবশ্যকতা বোঝেন তাহা এখানে পাঠাইলে এই পত্রে ছাপান যাইবেক।

ইহার পর খ্রীষ্টিয়ানদের উদ্দেশে লিখিত একটি দীর্ঘ প্রস্তাব মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা যাইবে :—

অন্য২ দেশে খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাপিরদিগের পরিত্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্য লোকদ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহারদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগকে জ্ঞাত করার কারণ মাসে২ এই মত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল২ পুস্তক ছাপাইয়া ধর্ম্মজ্ঞানার্থে হিন্দুরদিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এ বিষয়ে আমারদিগের সহায়তা করিবা ও মাস২ কিছু২ করিয়া দিবা ও প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করণার্থে বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে এক দল কর। যখন শ্রীযুত মেস্তর ম্যাক সাহেব ইংগ্লণ্ড ছাড়িলেন তখন কতক গরিব চাকরেরা একত্র হইয়া বাঙ্গালি কোন কেতাব ছাপাইয়া বাঙ্গালি লোককে দিতে ৫ টাকা দিল তাহারা বাঙ্গালি লোকেরদিগকে প্রেম বোধ করিয়া টাকা দিল এই পাঁচ টাকার দ্বারা আমরা এক পুস্তক আরম্ভ করিব এবং এই ভরোসা করি যে তোমরা ক্রমে২ ইহা বৃদ্ধি করিবা। (পৃ. ৫-৬)

'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা পরিমাণ খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা থাকিত।

'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার ফাইল।—

বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি :—১ খণ্ড। ১ সংখ্যা। মে, ১৮২২।
১ খণ্ড। ১০ সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি, ১৮২৩।
১ খণ্ড। ১৪ সংখ্যা। জুন, ১৮২৩।
২ খণ্ড। ১ সংখ্যা। জানুয়ারি, ১৮২৪।